# বাংলাদেশে নারী শিক্ষা

বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে বটে; কিন্তু পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংখ্যাগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনও। উচ্চস্তরে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এখনও সামান্য। মাধ্যমিক স্তরে কিছু বেশি হলেও তারা ঝরে পড়ছে কিংবা নানাভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। বললেন, নারী বিশেষজ্ঞ মাশহুদা খানম শেফালী। নারী উদ্যোগ কেন্দ্র (নউক) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক। তাঁর মতে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা হলো ঃ ▪ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ▪ প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি, ▪ কুসংস্কার, ▪ আর্থিক অসচ্ছলতা, ▪ মানবিক উদার মনোভাবের অভাব।

গবেষক শেফালীর মতে নারী শিক্ষার হার একটি সমাজের জাতীয় উন্নয়নে প্রধান সূচক বলে বিবেচিত। তথাপি নারীদের শিক্ষার হার (২৪%) পুরুষদের (৪০%) তুলনায় অত্যন্ত কম। এই সংখ্যাল্পতার পিছনের কারণগুলোকে চিহ্নিত করে 'নউক' নারী শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক স্কুলবিমুখ নারী শিশু-কিশোরীদের জন্য এবং বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষার পাশাপাশি কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

নউক মনে করে, নারীরা কেবল স্কুলে আসছে এটাই জরুরী নয়, জরুরী হলো তাদের স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরে রাখা। এজন্য তারা অভিভাবক, শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও পরিচালক কমিটির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করছে। ছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার পক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ, বৃত্তি, স্বাবলম্বীকরণ ইত্যাদি। তাছাড়া বিনোদন, সাংস্কৃতিক মান-উন্নয়ন, সাধারণ-দৈনন্দিন জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমও চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে 'নউক' কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানায় ২২টি এবং সাভার থানায় ৪৮টি ব্লকে টার্গেট নিয়ে কাজ করছে।

নউক-এর অভিজ্ঞতা তাদের একটি ব্যতিক্রমী কাজ করতে উৎসাহী করেছে। তাহলো ঢাকায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীনিবাস। যা রাজধানীর লালমাটিয়ার 'ই' ব্লকস্থ ২/৫ নং বাড়িতে অবস্থিত। সেখানে বর্তমানে ১০০ ছাত্রীর আবাসিক সুবিধা আছে। কেবলমাত্র প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার্থে এখানে থাকার সুযোগ পায়। মাসিক খরচ ১৮০০ টাকা (থাকা ও খাওয়া)। গ্রামের যে কোন ছাত্রীই সিটের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে এখানে থাকতে পারবে। বছরের সব সময়ই আবেদন করা যায়। আবেদন করে রাখলে সময়মতো ছাত্রীদের সিট দেয়া হয়। এখানে দীর্ঘমেয়াদী ছাড়াও কোচিং বা ভর্তি প্রস্তুতির জন্য স্বল্পকালীন মেয়াদে ছাত্রীরা থাকতে পারবে। নিরাপদ এই হল বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী ছাত্রীনিবাস। হল সুপার ছাড়াও এতে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন।

নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকারী উদ্যোগ ও আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য নউক যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। শুধু নারীদের শিক্ষার শ্লোগান দিলেই চলবে না; তাদের শত বাধা-বিঘ্নময় শিক্ষাজীবনকেও নিশ্চিত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধা যেন নারী শিক্ষাকে থমকে না দেয়। সমাজ ও দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য নারী শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র মানব সম্পদের বিকাশ অপরিহার্য।

**ফরিদা ইয়াসমিন**

*শিক্ষার দাবিতে মুখরিত মেয়েরা। ইনসেটে মাশহুদা খানম শেফালী, যিনি উদ্বুদ্ধ করছেন নারী শিক্ষায়* —জনকণ্ঠ